দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 10 JUL 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ... 3

12

জীবন প্রবাহ

২৪ জন অধ্যাপক আর কতকাল বঞ্চিত হবেন?

।। রেজাউল ওয়াদুদ ।।

"কেন এমন হচ্ছে? আমরা কি মানুষের সমাজে বেঁচে নেই? জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি, মানবিক মূল্যবোধ, সভ্যতা সব কিছুই কি বিলীন হয়ে গেছে? আমরা কোথায় আছি? কোথায় গিয়ে পৌঁছেছি? একটিবার তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। হাতের কাছে অস্ত্র আছে এক ঘা বসিয়ে দেই অন্যের বুকে, ক্ষমতা আছে, কলম আছে যা ইচ্ছে তাই করে ফেলি! এর পরিণাম যে কত ভয়াবহ! কত দুঃখজনক, হৃদয়বিদারক তা একটিবারও ভেবে দেখি না"। কথাগুলো ঢাকার বিভিন্ন কলেজে কর্মরত ২৪ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীর।

জীবনের প্রতি চরম বিতৃষ্ণা এসে গেছে তাঁদের। যুগ যুগ ধরে শিক্ষকতা করে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দুঃখজনক পরিস্থিতির স্বীকার হবেন এ কথা কোনদিন ভাবতে পারেননি তাঁরা। উর্ধতন কর্মকর্তাদের কর্তব্যে মারাত্মক অবহেলা ও উদাসীনতার কারণে আজ তাঁরা সপরিবারে দুঃস্থ, অসহায় ও বঞ্চিত।

১৯৮৬ সালের আগষ্ট মাস থেকে এ ২৪জন "সুপার নিউমেরারী" অধ্যাপক সকল প্রকার বেতন ভাতা থেকে বঞ্চিত। এসব শিক্ষকের অনেকেই প্রায় তিন যুগ ধরে সিনিয়র সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত।

বহুবার আবেদন নিবেদন করেও তাঁরা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পদস্থ কর্মকর্তাদের মন গলাতে পারেননি। ওদিকে সংশ্লিষ্ট কলেজসমূহের প্রধানগণও বার বার তাঁদের জন্য সুপারিশ করে ব্যর্থ হয়েছেন। দীর্ঘ ১০-১১ মাস বেতন ভাতা না পেয়ে তাঁরা পরিবার পরিজন নিয়ে অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টে দিন যাপন করছেন। কয়েকবার সংশ্লিষ্ট কলেজসমূহের ছাত্র-ছাত্রীরাও "সুপার নিউমেরারী" অধ্যাপকদের বেতন প্রদানের দাবীতে মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

'৮৬ সালের ১৮ ডিসেম্বর শিক্ষা উপমন্ত্রী জনাব গোলাম সারোয়ার মিলন ভুক্তভোগী তাঁর কোন কোন শিক্ষকের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনৈক উপ-সচিবকে শিক্ষকদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে লিখিত অনুরোধ করেছিলেন। উপ-সচিব শিক্ষা উপ-মন্ত্রীর অরোধের প্রতি বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে এ ব্যাপারে আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থাই নেননি। ভুক্তভোগী "সুপার নিউমেরারী" অধ্যাপক ঢাকা কলেজে ৫ জন, ইডেন সরকারী মহিলা কলেজে ৪জন, জগন্নাথ বিশ্ববি[illegible] কলেজে ১১জন ও

২-এর পৃষ্ঠার দেখুন

জীবন প্রবাহ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বদরুন্নেসা সরকারী মহিলা কলেজে ৪জন রয়েছেন। নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেও গত ১০-১১ মাস বেতন না পেয়ে অনেকেই পরিবার পরিজন গ্রামের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে জানা যায়। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, সুপার নিউমেরারী অধ্যাপকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে জটিলতার কারণে শিক্ষকদের বেতন দিতে বিলম্ব হচ্ছে। অপরদিকে শিক্ষকরা বলেছেন, ইচ্ছে থাকলে এ জটিলতা মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে নিরসন করা যায়। কেবলমাত্র সদিচ্ছার অভাবে তা হচ্ছে না।

শিক্ষা মন্ত্রীর নিকট এক চিঠিতে স্মারক নং ৫১৭/৮৬-৮৭ গত ২৬ এপ্রিল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রিন্সিপাল জনাব হাবিবুল বাশার লিখেছিলেন, "জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সুপার নিউমেরারী পদে কর্মরত ১১ জন শিক্ষক '৮৬ সালের আগষ্ট মাস থেকে আজ পর্যন্ত বিনা বেতনে কাজ করে আসছেন। তাঁদের বিষয় বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বহুবার অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও কোন নির্দেশ এখনো পাওয়া যায়নি।" তিনি মানবিক কারণে শিক্ষকদের বিষয়টি বিবেচনার জন্যও মন্ত্রীর নিকট আবেদন জানান। অপরদিকে অন্যান্য কলেজের প্রধানগণও শিক্ষামন্ত্রণালয়ে এ ধরনের আবেদন পেশ করেছিলেন। অভিজ্ঞ এসব অধ্যাপকদের প্রতি গত এক বছর যাবত মন্ত্রণালয়ের কতিপয় কর্মকর্তার অমানবিক আচরণে সাধারণ শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। তাঁরা ব্যাপারটির সুষ্ঠু সমাধান করে অতি শীঘ্রই শিক্ষকদের বকেয়া বেতনসহ সকল পাওনা প্রদানের জন্য সরকারের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানিয়েছেন।